যুগান্তর

তারিখ : 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের প্রশ্ন

ভালো ফলাফলের কৃতিত্ব কার স্কুল কোচিং না টাকা-পয়সার

যুগান্তর রিপোর্ট

কৃতিত্ব স্কুলের, কোচিংয়ের না টাকার— এই প্রশ্ন কয়েকজন অভিভাবকের। তারা বলেন, নবম শ্রেণী থেকে টানা দুই বছর হাজার হাজার টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের কোচিং করিয়েছি। স্কুলের মডেল টেস্টের পেছনেও মোটা অংকের টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত কোচিং সেন্টার ও শিক্ষকদের বাসায় বাসায় আনা-নেয়ার পেছনেও বাবা-মায়েদের করতে হয়েছে অনেক কষ্ট। আর টাকা-পয়সা খরচের তো কথাই নেই। তাই সন্তানের এই ভালো ফলের পেছনে আসল কৃতিত্ব কার— সেটাই এখন প্রশ্ন। শনিবার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবক সাংবাদিকদের কাছে এমন তির্যক মন্তব্য করেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক আবু বকর তার মেয়ের ফলাফলে খুশি হলেও তিনি স্কুলের পড়াশোনার মান, ক্লাসে ভালো করে না পড়ানো, কোচিং বাণিজ্য, কোচিং পড়াতে বাধ্য করা, নানা নামে-বেনামে টাকা আদায়, অভিভাবকদের মূল্যায়ন না করা, কোনো অভিযোগের তদন্ত না করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়ে ক্ষোভের কথা জানান। একই সুরে কথা বলেন ভিকারুননিসা স্কুলের অভিভাবক লুৎফা বেগমও। তার সঙ্গে সুর মেলান আরও অনেক অভিভাবক। তাদের বক্তব্য, যাদের বাবা-মায়ের টাকা-পয়সা তেমন নেই, তাদের সন্তানদের কী হবে? আমরা না হয় বহু কষ্ট করে সংসারের খরচ কমিয়ে সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এমনটা করেছি। কিন্তু সবার পক্ষে কী এভাবে কোচিংয়ে পড়ানো সম্ভব? স্কুল মাঠে যখন আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে শিক্ষার্থীরা, ঠিক তখনই মাঠের অদূরে দাঁড়িয়ে এভাবেই যুগান্তরকে কষ্টের ও ক্ষোভের কথা জানালেন অভিভাবকরা। এসব অভিভাবকের বক্তব্য হচ্ছে, জিপিএ-গোল্ডেন ও জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলেমেয়েদের বেলাতেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কী অবস্থা তা তো সহজেই অনুমান করা যায়। পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার আগেও তাদের পেছনে দিনরাত কোচিং করাতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত কিছু করেই যদি সন্তানের ভালো রেজাল্ট হয়, তাহলে স্কুলের ফাংশনটি কি? সারা বছর তারা কার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

কার : কৃতিত্ব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্লাসে কী পড়ান, কেন তারা কোচিং বাণিজ্যে মেতে উঠেছেন এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকরা কী ধরনের ব্যবহার করেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির মনিটরিং বা কতটুকু— এসব প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা বোর্ড ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সারা বছর ধরে যে বড় বড় বুলি আওড়ান, তারই বা কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে? কে দেখবে এসব? আইডিয়াল স্কুলের ক্ষুব্ধ অভিভাবক নাজমা ফেরদৌসীর প্রশ্ন— যেহেতু নামিদামি স্কুলের অভ্যন্তরের খবর এবং নানা খাতের খরচের হিসাব না জেনে আমরা নিজ নিজ সন্তানকে এসব স্কুলে ভর্তি করিয়ে ভুল করেছিলাম, সারা বছর ধরে তারই খেসারত দিয়েছি। তাই অর্থের বিনিময়ে ও বাবা-মায়ের অমানসিক খাটাখাটুনির বিনিময়ে সন্তানের ভালো রেজাল্ট নিয়েই আপাতত খুশি থাকতে হচ্ছে।